গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

এবং

কমিশনার, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিণ), ঢাকা
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র..৩

প্রস্তাবনা: ৪

সেকশন ১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি.......৫-৬

সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)............................৭

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ...................................৮-১০

দপ্তর সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ১১-১৩

প্রতিশ্রুতি ও স্বাক্ষর ১৪

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) পরিচিতি ১৫

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি......................................১৬-১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা............................১৮

মূসক অনুবিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Dhaka (South) Commissionerate)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (তিন বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

কাস্টসম, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা (দক্ষিণ) এর ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট লক্ষ্যমাত্রা ৫৬৫১.৮৫ কোটি টাকা ও ৫৮৫৫.১৬ কোটি টাকা; যার বিপরীতে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯৫৭.২৭ কোটি টাকা ও ৫৫৭৩.১৭ কোটি টাকা । ২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ৭৫৭৯.০০ কোটি টাকা; যার বিপরীতে মে'২০১৯ পর্যন্ত আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ৫৫৬০.৭৯ কোটি টাকা (মে/১৯ এর সাময়িক রাজস্ব সহ)। রাজস্ব আদায়ে গতি সঞ্চারে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যান্য ভ্যাট কমিশনারেটের ন্যায় এ দপ্তর নানা কৌশল, কর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং ব্যবসায়ী মহল ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনা ও তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে অভিলক্ষ্য অর্জন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

- সঠিক মূসক নির্ধারণ, উচ্চ লক্ষ্যমাত্রার রাজস্ব আহরণ, মূসক ফাঁকি রোধ, মূসকের আওতা সম্প্রসারণ, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন, বকেয়া আদায়, বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ (মামলা তদারকি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে) ও প্রশিক্ষিত জনবল স্বল্পতা।
- মূসক বিষয়ে জনগণের সচেতনতার অভাব, মূসক দপ্তরসমূহের স্থায়ী ভবন ও লজিস্টিক-এর অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য অনলাইনে মূসক রিটার্ন দাখিল, তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো বিনির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রমসমূহ জোরদারকরণ, মূসকনেট সম্প্রসারণ, মূসক ফাঁকি রোধ এবং আইন ও মূসক প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ, মূসক শিক্ষা, বিজ্ঞাপন প্রচার, ট্যাক্স পেয়ার্স সার্ভিস নিশ্চিতকরণ; প্রয়োজনীয় উদ্যোগের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায়; কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) মাধ্যমে রাজস্ব আদায় জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রস্তাবনা (Preamble)

ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেটের পক্ষে কমিশনার, কাস্টসম, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা (দক্ষিণ),ঢাকা

এবং

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মধ্যে ২০১৯ সালের .... মাসের ....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন ১

এ দপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলিঃ

১.১। রূপকল্প (Vision) :বিদ্যমান মূসক ব্যবস্থার কার্যকর পরিপালন সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াস এবং ভীতিমুক্তভাবে কর পরিশোধের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে সম্পদের যোগান।

১.২। অভিলক্ষ (Mission): বিদ্যমান আইন ও বিধির নির্মোহ ও ন্যায়ভিত্তিক প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা বান্ধব মূসক প্রশাসন গড়ে তোলা এবং নির্ধারিত রাজস্ব অর্জন।

১.৩। কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী (Strategic Objectives):

১. রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ
১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

ক) দীর্ঘমেয়াদী:

১) করদাতাকে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
২) মূসক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩) স্থায়ী অবকাঠামো তৈরী;
৪) প্রত্যক্ষ কর বিভাগসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি;
৫) কর পার্থক্য (Tax Gap) পর্যায়ক্রমে হ্রাস করণ ও দীর্ঘমেয়াদে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার মাধ্যমে সবের্বাচ্চ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা।
৬) রাজস্ব আদায়ে অংশীজনের সহায়তা গ্রহণ;

খ) মধ্যম মেয়াদী:

১) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ করদাতাকে নির্বাচন ও যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করণ;
২) যৌক্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
৩) বিদ্যমান মামলা সমূহ নিস্পত্তির কার্যক্রম;
৪) দাপ্তরিক আধুনিকায়ন এবং ব্যবস্থাপনায় উত্তরোত্তর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি;

গ) স্বল্প মেয়াদী:

১) নতুন করদাতা অনুসন্ধান;
২) কর ফাঁকিরোধে Intelligence based Preventive কার্যক্রম গ্রহণ;
৩) দাপ্তরিক শৃঙ্খলা স্থাপন;
৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন;
৫) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈতিক উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ;

৬) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

১.৪। কার্যাবলীঃ

❑ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ

- রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় কার্যক্রম মনিটরিং
- বাজেটে গৃহীত মূসক ব্যবস্থা অনুযায়ী মূসক আদায়
- নতুন ভাবে মূসকে অন্তর্ভুক্ত পণ্য ও সেবার নিবন্ধন ও মূসক আদায়
- গুরুত্বপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ও আদায় বৃদ্ধি
- ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য ও প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ
- জরিপের মাধ্যমে মূসকের আওতা বৃদ্ধি
- উৎসে মূসক আদায়ে নিবিড় মনিটরিং
- নিবারক তৎপরতা বৃদ্ধি
- নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ
- নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা
- ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা
- প্রযুক্তি নির্ভর মূসক ব্যবস্থা চালু করা
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) মাধ্যমে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরদার করা